দৈনিক বাংলা

তাং ২০/৩/৮০
পৃষ্ঠা

বুধবার শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট-এ গণ-সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ভাষণ দেন।

'গণসাক্ষরতা আন্দোলনে পল্লীর নেতৃত্বকে কাজে লাগান'

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান জোর দিয়ে বলেছেন যে জাতীয় গণ-সাক্ষরতা আন্দোলন সফল করার জন্যে পল্লী অঞ্চলের স্থানীয় সংস্থা ও নেতৃত্বকে আরো সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে জনগণ ও স্থানীয় নেতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের নিশ্চ-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

কাজে লাগান

(১ম পৃঃ পর)

য়তা বিধানই হবে সরকারী কর্মচারীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বাসসর খবরে প্রকাশ, শাহ আজিজ বুধবার সকালে শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে গণ-সাক্ষরতা কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (এডিসি) ও জেলা শিক্ষা অফিসারদের এক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি গণ-সাক্ষরতা আন্দোলন সফল করার জন্যে জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রতি স্থানীয় নেতৃত্ব ও জনগণকে সহযোগিতা দেয়ার ব্যাপারে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী তাঁদেরকে সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্মেলনে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ফজলুর রহমানও বক্তৃতা করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী বলেন যে প্রতিবেশী বহু দেশেই শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং আমাদের দেশেও গণ-সাক্ষরতা আন্দোলন সফল না হওয়ার কোন কারণ নেই.

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রতি

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবিক বিবেচনার ভিত্তিতে নিম্ন পর্যায়ের সকল কর্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার সকালে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি দুর্নীতি উচ্ছেদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পবিত্রতা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি হুঁশিয়ারী জানান যে অফিসে দেরীতে আসা ও শৃংখলাহীনতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি বলেন, টেক্সট বুক বোর্ড প্রশাসনের উন্নতি করতে হবে যাতে করে দেশে যথাসময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ করা যায় এবং পরীক্ষাও নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।